072

দৈনিক বাংলা 061

তারিখ 04 NOV 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন

শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি

শিক্ষককে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবেঃ এরশাদ

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছেন, শিক্ষাঙ্গণকে বিশৃংখলামুক্ত ও সেখানে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে শিক্ষকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। খবর বাসসর।

প্রেসিডেন্ট বলেন, শিক্ষকরা এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারলে জাতি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

প্রেসিডেন্ট বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের (বিএফটিএ) জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন।

সভার শুরুতে ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ এ কে এম শহীদুল্লাহ সংগঠনের তৎপরতার অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠ-

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র ঢাকা

তারিখ 04 NOV 1988
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

শিক্ষককে অগ্রণী ভূমিকা

(১ম পৃঃ পর)

কালে বলেন, সংগঠনের তৎপরতা সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।

দেশের সরকারী-বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার তিন লাখ ৫৭ হাজার শিক্ষকের প্রতিনিধিত্বকারী বিএফটিএ'র জাতীয় নির্বাহী কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট এরশাদকে চেয়ারম্যান ও অধ্যক্ষ এ কে এম শহীদুল্লাহকে মহাসচিব করে তিন বছর মেয়াদে ৪৫ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচন করে।

প্রেসিডেন্ট এই ফেডারেশনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্কের উল্লেখ এবং এর তৎপরতা সুবিন্যস্ত করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন যে এখন এই সংগঠন স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে তিনি শিক্ষকদের সমস্যাবলী সম্পর্কে সচেতন রয়েছেন।

তিনি শিক্ষকদের সমস্যাবলী নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত কমিটির সুপারিশ প্রণয়নের কথা সন্তোষের সঙ্গে উল্লেখ করে বলেন, এখন এসব সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়া হবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন যে তার সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষকদের সমাজে উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠা করা।

তিনি বন্যা মোকাবিলায় শিক্ষকদের প্রশংসনীয় অবদান প্রসঙ্গে বন্যার্তদের জন্য শিক্ষকদের দান করা এক কোটি ১৫ লাখ টাকার কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বন্যা মোকাবিলায় জাতীয় ঐক্যের উল্লেখ করে শিক্ষকসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান।

প্রেসিডেন্ট শিক্ষকদের বন্যা রোধে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং আঞ্চলিক উদ্যোগের মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানে ভারত, চীন, নেপাল ও ভূটানে তাঁর সফর সম্পর্কে বলেন।

অধ্যক্ষ এ কে এম শহীদুল্লাহ দুর্গত মানবতার সেবায় প্রেসিডেন্ট এরশাদের প্রচেষ্টার সঙ্গে সমগ্র শিক্ষক সম্প্রদায়ের সংহতি প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, শিক্ষকরা অতীতে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সঙ্গে ছিলেন। আগামীতেও তাঁর সঙ্গে থাকবেন।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক বিশেষ প্রস্তাবে সফলভাবে বন্যা মোকাবিলায় প্রেসিডেন্ট এরশাদের প্রশংসা করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, বন্যা মোকাবিলায় কঠোর পরিশ্রম দূরদৃষ্টি ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট এরশাদ জাতির জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বন্যা সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় প্রেসিডেন্ট এরশাদ কূটনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছেন।

এতে আরো বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের 'বাংলাদেশকে দুর্যোগ সাহায্য' বিলে প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের স্বাক্ষরদান প্রেসিডেন্ট এরশাদের কর্মসূচীর সুস্পষ্ট স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মৈত্রীর প্রকাশ।

এ উপলক্ষে প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা উপ-প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।